খুব অল্প খরচে যে কোনো বাংলা, ইংরাজী ও হিন্দি পত্রিকায় খুব কম খরচে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়।
নাম চেঞ্জ, বিজ্ঞপ্তি, হারানো প্রাপ্তি, পাত্রপাত্রী, কর্মখালি
আনন্দবাজার পত্রিকা The Telegraph THE TIMES OF INDIA দৈনিক যুগশঙ্খ
বর্তমান প্রতিদিন সন্মার্গ প্রভাত খবর
9232633899 THE ECHO OF INDIA

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

RNI Regn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn. No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 08 ❑ Issue 24 ❑ 29 Aug, 2024 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 3

নতুন সাজে সবার মাঝে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ALANKAR
সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M
অলঙ্কার
সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা
যশোহর রোড • বনগাঁ
M : 9733901247

তিলোত্তমার সুবিচারে বনগাঁর রাজপথে শিল্পী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ

সায়ন ঘোষ, বনগাঁ : আরজি কর-কাণ্ডে তিলোত্তমার সঠিক বিচার ও অপরাধীর শাস্তির দাবিতে রং-তুলিতে প্রতিবাদ জানালেন বনগাঁর শিল্পী থেকে শুরু করে পড়ুয়ারা। প্রতিবাদী গান থেকে শুরু করে একাধিক লেখালেখি সহ রাজপথে রং-তুলির ছোঁয়ায় ছবি এঁকে নিজেদের মতো করে প্রতিবাদ জানালেন তাঁরা।

আরজি কর-কাণ্ডের কেটে গেছে প্রায় ১৭ দিন। এখনও কোনো রকম সঠিক বিচারের আশ্বাস পাচ্ছেন না কেউই। শুরু থেকেই এখনও আরজি কর নিয়ে দিকে দিকে প্রতিবাদ সভা এবং মিছিলের আয়োজন করা হচ্ছে বনগাঁ সহ গোটা বাংলায়। তার মধ্যেই বনগাঁর শিল্পী থেকে পুড়ুয়ারা অভিনব প্রতিবাদ করলেন ছবি এঁকে। চিকিৎসক ছাত্রীকে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার প্রতিবাদে রং-তুলিতে নিজেদের মনের কথা তুলে ধরলেন তাঁরা।

প্রসঙ্গত, আরজি কর-কাণ্ডের প্রতিবাদে রবিবার সকালে কলকাতা শহরের একাধিক জায়গায় হানা দেয় সিবিআইয়ের টিম। আরজি কর ঘিরে আর্থিক দুর্নীতি কাণ্ডের তদন্তে সিবিআইয়ের এই তৎপরতা বলে জানা গেছে। সকাল ৬.৪৫ মিনিট নাগাদ সন্দীপ ঘোষের বাড়ির সামনে দেখা যায় সিবিআইয়ের টিমকে। তাঁরা বহুক্ষণ ধরে সেখানে বেল বাজালেও কোনও সাড়া মিলছিল না। বহুক্ষণ পরে দেখা যায়, বাড়ির ভিতর থেকে কাঠের দরজা খুলে বের হন সন্দীপ ঘোষ। তারপর তিনি গেটের বাইরে দাঁড়ানো সিবিআই আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলেন। ততক্ষণে তাঁর বাড়ি ঘিরে ফেলতে শুরু করে কেন্দ্রীয় বাহিনী। এরপরই সন্দীপ ঘোষের বাড়িতে প্রবেশ করে সিবিআই।

উল্লেখ্য, আরজি কর-কাণ্ডে প্রথম থেকেই সিবিআইয়ের নজরে রয়েছেন সন্দীপ-সহ মোট সাত জন। তাঁরা গোয়েন্দাদের যা বলছেন, তা সত্য কি না, জানার জন্য পলিগ্রাফ পরীক্ষা করতে চেয়েছে সিবিআই। এই পরীক্ষার ফলাফলে যা মিলবে, তা কিন্তু আদালতে প্রমাণ হিসাবে গ্রাহ্য হবে না। তদন্তের সুবিধার্থে এই পরীক্ষা করানো হয়ে থাকে। এই ধরনের পরীক্ষার জন্য যাঁর পরীক্ষা করানো হচ্ছে, তাঁর সম্মতিও প্রয়োজন।

পলিগ্রাফ পরীক্ষাকে কেউ কেউ

তৃতীয় পাতায়...

রেশন দুর্নীতি মামলায় জামিন মঞ্জুর প্রাক্তন পৌরপ্রধান শংকর আঢ্যের

পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাতে চান শংকর

সায়ন ঘোষ, বনগাঁ : দীর্ঘ ৮ মাস পর অবশেষে জামিনে মুক্তি পেলেন রেশন দুর্নীতি মামলায় ধৃত বনগাঁ পৌরসভার প্রাক্তন পৌরপ্রধান শংকর আঢ্য। মঙ্গলবার দুপুরে ব্যাঙ্কশাল কোর্ট জামিন মঞ্জুর করে শংকর আঢ্য সহ আরো ২ জনকে। বনগাঁয় ঘটনাটি জানা জানি হতেই উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়েন প্রাক্তন পৌরপ্রধান শংকর আঢ্যের অনুগামীরা।

মঙ্গলবার মাঝ রাতে পরিবার সহ বনগাঁয় আসার পথে ১ নম্বর গেট সংলগ্ন এলাকা থেকে শুরু হয় শংকর আঢ্যের অনুগামীদের জমায়েত। কেউ বাইকে, কেউ সাইকেলে, আবার কেউ হাঁটতে হাঁটতে। কয়েক হাজার মানুষের জয় ধ্বনি দিতে দিতে নিয়ে যাওয়া হয় শংকর আঢ্যের শিমুলতলার বাড়িতে। এদিন দুপুরে তাঁর নিজের বাড়িতে সাংবাদিক বৈঠক করেন শংকর আঢ্য। তিনি বলেন, "ঈশ্বরের উপর প্রথম থেকেই ভরসা ছিল। ঈশ্বর আছেন তাই দীর্ঘ ৮ মাস পর আমি নিজের মাতৃভূমি, বাড়িতে ফিরেছি।" যদিও রাজনৈতিক প্রসঙ্গে তাকে প্রশ্ন করলে তিনি জানান, "এখন একটু পারিবারিক মানুষ হিসেবে বাঁচতে চাই। এবং সাধারণ মানুষ হিসেবে।" দলের কারোর সাথেই

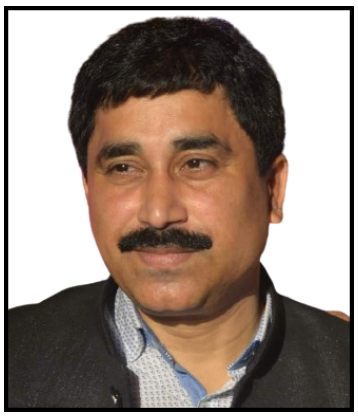

এখনও কোনোরকম কথা হয়নি, এমনটাই জানিয়েছেন বনগাঁর প্রাক্তন পৌরপ্রধান শংকর আঢ্য।

উল্লেখ্য, জানুয়ারি মাসের ৫ তারিখ রেশন দুর্নীতি মামলায় বনগাঁর প্রাক্তন পৌরপ্রধান শংকর আঢ্যকে গ্রেফতার করেন এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। এছাড়াও রেশন দুর্নীতি মামলার তদন্তে নেমে গতবছর প্রথমে ব্যবসায়ী বাকিবুর রহমানকে গ্রেপ্তার করে ইডি। তাঁকে জেরা করে পাওয়া তথ্য ও নথির উপর ভিত্তি করে পরবর্তীতে গ্রেপ্তার করা হয় বিশ্বজিৎ দাস, জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক ও শংকর আঢ্যকে।

অভিযুক্তদের নিজেদের হেফাজতে নিয়ে তদন্ত চালাচ্ছিল ইডি। মঙ্গলবার ধৃতদের তোলা হয় ব্যাঙ্কশাল কোর্টে। যথাযথ প্রমাণ না মেলায় বাকিবুর রহমান, বিশ্বজিৎ দাস ও শংকর আঢ্যর জামিন মঞ্জুর করে আদালত। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী, যথাযথ প্রমাণ ছাড়া কোনও মামলায় কাউকে দীর্ঘদিন আটকে রাখা যায় না। এদিন আদালতে ওঠে সেই প্রসঙ্গ। সূত্রে জানা গিয়েছে, ইডি পর্যাপ্ত প্রমাণ দিতে পারেনি।

এছড়াও দুর্নীতির টাকা ব্যবসায় ব্যবহার করা হয়েছে বলেও প্রমাণ মেলেনি। সেই কারণেই শংকর সহ দুইজনের জামিন মঞ্জুর করেন আদালত। প্রসঙ্গত, এদিন জামিনের

তৃতীয় পাতায়...

ঋতু মেঘা হোটেল এবং রেস্টুরেন্ট
আবাসিক ।। শীততাপ (AC) নিয়ন্ত্রিত।
এখানে চাইনিজ ফুড সহ বিভিন্ন খাবারের ব্যবস্থা রয়েছে।
২৪ ঘন্টাই খোলা
চাঁদপাড়া দেবীপুরস্থিত যশোর রোড সংলগ্ন কৃষি মান্ডির পাশে।
চাঁদপাড়া, গাইঘাটা, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।
Shifting Time সকাল ১০টা থেকে পরের দিন সকাল ১০টা।
যোগাযোগ: 9332224120, 6295316907, 8158065679

Behag Overseas
Complete Logistic Solution
(MOVERS WHO CARE)
MSME Code UAM No.WB10E0038805
ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR
CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA
Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre,
5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001
Phone No. : 033-40648534
9330971307 / 8348782190
Email : info@behagoverseas.com
petrapole@behagoverseas.com
BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA, RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI, LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৮ ❐ সংখ্যা ২৪ ❐ ২৯ আগস্ট, ২০২৪ ❐ বৃহস্পতিবার

রাজনৈতিক মোড়কে আর জি কর

সম্প্রতি তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী দিনটি আর জি করের পাশবিক ঘটনায় নিহত ডাক্তার ছাত্রীকে উৎসর্গ করে দোষী বা দোষীদের ফাঁসির দাবিতে সোচ্চার হয়েছেন। এ বিষয়ে নতুন আইন পাশ করার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে পর পর দু'বার চিঠিও দিয়েছেন। আবার বিধান সভার 'ধর্ষণের একমাত্র সাজা ফাঁসি'র বিষয়ে আইনের প্রস্তাব পাশ করে রাজ্যপালের কাছে পাঠানোর বিষয়ে মত পোষণ করেছেন। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গের বিরোধীদল গুলি দোষী/ দোষীদের সাজার দাবীতে সোচ্চার হয়ে ক্রমাগত ধর্মঘট, ধরণা, বিক্ষোভ, আন্দোলন করেই চলেছে। রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার তো মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের বিষয়ে সোচ্চার হয়ে আগামী ৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত লাগাতার কর্মসূচী ঘোষণা করে দিয়েছেন। মূল বিষয় একটাই। প্রকৃত দোষী/ দোষীদের সাজা। উভয়পক্ষের দাবী যখন একটাই তাহলে মতানৈক্য কেন? সরকার পক্ষ হয়তো বলবেন, তদন্তের ভার তো কেন্দ্রীয় এজেন্সির হাতে। তারা সঠিক প্রমাণ দিলে মহামান্য বিচারক সঠিক বিচার করবেন। আবার বিরোধী পক্ষ বলবেন— সমস্ত দায় রাজ্য সরকারের। তারা প্রকৃত দোষীদের আড়াল করার চেষ্টা করছে। এ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে সরাসরি কাঠগড়ায় তুলতে বিরোধী পক্ষ একেবারেই পিছু হচ্ছে না। রাজনৈতিক রং না লাগা সাধারণ মানুষের প্রশ্ন একটাই— দাবী যখন একটাই, তিলোত্তমার বিচার চাই। তাহলে একে অপরের প্রতি এত দোষারোপ কেন? উভয়পক্ষ একে অপরের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একে অপরকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে নির্যাতিতা মেয়েটির জন্য বিচার চাইলেই তো দ্রুত সমস্যার সমাধান হয়ে যেত। তাহলে তো এত আন্দোলন- বিক্ষোভ হত না। আসলে প্রতিদলই রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে ব্যস্ত। আর এই টানাপোড়েনের মাঝে পড়ে নির্যাতিতার অশরীরি আত্মা হয়ত ন্যায় বিচারের আশায়, গুমরে গুমরে কাঁদবে! স্বার্থান্বেষী রঙ মাখা নেতাকর্মীগণ নিজেদের পতাকার আড়ালে আন্দোলন জারি রাখবে। বিচারা প্রক্রিয়া দীর্ঘ হতে হতে ফাইলটিই হয়তো একদিন হারিয়ে যাবে কালের গহ্বরে।

পান্থজনের পথলিপি

দেবাশিস রায়চৌধুরী

[প্রতিনিয়ত মাথা নিচু করে হাঁটতে হাঁটতে এতদিন সে শুধু মাটি দেখেছে। রাস্তায় চোখ রেখে চিনেছে অজস্র পায়ের মানচিত্র।এভাবেই পড়া হয়ে গেছে ছোটো বড় পায়ের বিচিত্র ভূগোল। তখন তার চারপাশে সবাই ব্যস্ত ছিল পদপল্লব উপাসনায়। সে নিজেও তো এই সিলেবাসের ছাত্র ছিল। পরিচিত পাঠাভ্যাসে,হেঁটমুণ্ড উর্ধপদ সে কখনও আকাশ দেখেনি। কোনও পান্থশালায় একটু জিরিয়ে নেওয়ার সময় সে পায়নি। আজ পথের প্রান্তদেশে এসে হঠাৎ তার পদস্খলন হল। এখন চিৎপাত শুয়ে এক পান্থ দেখছে তার মাথার উপর অনন্ত আকাশ। কী অপার মহিমা তার ! এবার দু'হাত মাটিতে রেখে উঠে দাঁড়াচ্ছে সটান। ছটফটিয়ে উঠছে পা। পথ ডাকছে। ডাকছে সিলেবাসের বাইরের এক অন্য জীবন। সে এখন প্রান্ত পথের পান্থ। সেই অচেনা-অজানা জীবন তাকে দেখতে হবে,ছুঁতে হবে,ঘ্রাণ নিতে হবে। তারপর লিখে রাখতে হবে পথের কথা,পান্থজনের টুকরো সংলাপ, প্রান্তবাসীর ঘর গেরস্থালীর নিত্য যাপনকথা। যা কখনও হয়ে উঠতে পারে স্বপ্নকথা হয়তো বা কল্পকথা।]

ভালোবাসা মোরে ভিখারি করেছে

গত সপ্তাহের পর...

এরপর স্যাম্পল রেকর্ড নিয়ে গ্রামোফোন কোম্পানির বড় বড় শিল্পী, ডিরেক্টর এবং ডিলাররা নতুন গায়িকার গান শুনতে বসেছিলেন কিন্তু প্রথা ভাঙ্গা এই গান তাদের পছন্দ হল না। ডিলাররাও এই ধরনের রেকর্ড কিনতে খুব একটা আগ্রহী নন । এসব কারণে গ্রামোফোন কোম্পানি এই নতুন রেকর্ড বাজারে বিক্রির জন্য প্রায় উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছিল। শোনা যায় এই সময় কাজী নজরুল ইসলাম গান দুটি শোনেন এবং তিনি গ্রামোফোন কোম্পানিকে জোর দেন রেকর্ডটি বাজারে ছাড়ার জন্য। সেই সময় কাজী সাহেবের বিশেষ প্রভাব ছিল গ্রামোফোন কোম্পানিতে। মূলত তার ইচ্ছেতেই রেকর্ডটি প্রকাশিত হয়। গান দুটি বাণিজ্যিক সফলতায় ইতিহাস সৃষ্টি করে। এক বছরের মধ্যে প্রায় পঞ্চাশ হাজার রেকর্ড বিক্রি হয়। পরবর্তীকালে কমল যূথিকাকে দিয়ে মীরাবাঈয়ের ভজন গাওয়ালেন। মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী তার ভজন শুনে যূথিকাকে 'মীরাবাঈ' উপাধি উপহার দেন। এর জন্য বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় কমল দাশগুপ্তকে সম্মানজনক 'ডক্টরেট' উপাধি প্রদান করে। হায়দরাবাদের নিজাম তাকে তার মসনদের গোল্ডেন জুবিলী উপলক্ষে সঙ্গীত সৃষ্টির দায়িত্ব দেন; যে রেকর্ড নিজামের দরবারে এখনো সংরক্ষিত। একসঙ্গে কাজ করতে করতে যূথিকা রায়কে ভালোবেসে ফেলেছিলেনন কমল। কিন্তু যূথিকা ব্রহ্মচারী থাকার ব্রত নিয়েছিলেন খুব কম বয়সে। কমল দাশগুপ্তের বিবাহপ্রস্তাব একবাক্যে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন পঞ্চদশী যূথিকা।

সেই সময় কমল দাশগুপ্তের আর্থিক সচ্ছলতা ছিল রীতিমতো ঈর্ষণীয়। তখন তিনি গাড়ি ছাড়া চলাফেরা করতেন না। ১৯৪৬ সালে কমল দাশগুপ্ত আয়কর দিয়েছিলেন ৩৭ হাজার টাকা। তিনি যখন জনপ্রিয়তার মধ্য গগনে বিচরণ করছেন তখন তার সঙ্গে পরিচয় ঘটে গায়িকা ফিরোজা বেগমের।

চলবে...

যমজ মানুষের সমাজ তাত্ত্বিক অন্বেষণ

অজয় মজুমদার

গত সপ্তাহের পর...

বিভিন্ন জাতের মধ্যে যমজ (টুইন অফ ডিফারেন্ট রেসেস) : ২০০৫ সালে ইউকে- তে দুটি বিভিন্ন জাতের মা-বাবার নিষিক্ত ডিম্বানু ডাইজাইগোটিক যমজ কন্যার রিপোর্ট পাওয়া যায়। বর্ণনা হয় "ওয়ান ইনএ মিলিয়ন"--বিশেষজ্ঞরা বলেন, যমজ কন্যা বিভিন্ন জেনেটিক বৈশিষ্ট্য বহন করে তাদের ভিন্ন জাতের বাবা-মায়ের থেকে একজন সুন্দর সিল্কি চুলের ও ফর্সা চামড়ার অধিকারী এবং অন্যজন কালো চুল চোখ, চোখ এবং চামড়াযুক্ত। শ্রীরামপুর ওয়ালাশ হাসপাতালে একসঙ্গে তিনটে শিশু জন্মেছিল সন্ধ্যাবাজারের, গৃহবধূ পিংকি দেবীর। তার অস্ত্রোপচার করে সন্তান প্রসব করানো হয়, মা সন্তান ভালো আছে। [সূত্র : আনন্দবাজার (দক্ষিণ বঙ্গ) তারিখ ১৫/২/১২]

যমজ ধারনের শর্ত : বর্তমান সময়ে দম্পতিদের মধ্যে যমজ সন্তান ধারণ করার উৎসাহ দেখা দিচ্ছে। এই উৎসাহের প্রধান কারণ, তারা ভাবেন ব্যস্ততার যুগে একই সময়ে দুটি সন্তান বড় হয়ে যাবে। বারবার কাজের জায়গা থেকে ছুটি নিতে হবে না। তাছাড়া দুটি সন্তানের মধ্যে যে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে তা অকল্পনীয়। দুজন দুজনের স্বজন পাবে। দম্পতিও নিশ্চিন্ত হতে পারেন।

বর্তমান যুগে ভাই বোনের মধ্যেও সম্পর্কের অবনতি হয় । অনেক সময় মুখ দেখাদেখি বন্ধ থাকে। কিন্তু যমজ সন্তানের মধ্যে সখ্যতা অনেক গভীর। এখানে সম্পত্তিগত ভাগাভাগি ক্যাচাল থাকে না। কিভাবে যমজ সন্তান জন্মায় সে বিষয়ে কিছু টিপস্ এখানে দেওয়া হলো-

যমজ সন্তান লাভের জন্য বংশগতি বা হেরিডিটি অন্যতম বিষয়। অন্তঃসত্তা মহিলার পূর্বপুরুষদের মধ্যে যমজ সন্তানের ইতিহাস থাকলে সম্ভাবনা থাকতে পারে। অথবা তার জীবন সঙ্গী পুরুষটির পূর্ব পুরুষের যমজ সন্তান ইতিহাস থাকলে সে ক্ষেত্রে যমজ সন্তান জন্মানোর সম্ভাবনা থাকে।

যমজ সন্তান ধারণ করার জন্য কিছু অতিরিক্ত বিষয়ে যত্ন নিতে হবে। বিশেষ করে দেহের আকার আকৃতির বিষয়ে কিছুদিনের জন্য সচেতন হওয়া। বিশেষজ্ঞদের মতে, দেহের আকার আকৃতি, ওদের ওজন অনিয়ন্ত্রিত হবে। বিএমআই হবে তিরিশ। হবে যমজ সন্তান ধারণের ক্ষেত্রে উপযুক্ত দেহ। খাবার মধ্যে দিয়েই দেহের পরিবর্তন গুলি আসা সম্ভব।

বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, অ্যাম জাতীয় আনাজ খেলে যমজ সন্তান হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অ্যামজাতীয় আনাজ হলো খামালু, মেটেআলু, চুপড়ি আলু, মিষ্টি আলু প্রভৃতি। এই আনাজ মহিলাদের রজঃচক্রকালে একাধিক পরিপূর্ণ ডিম্বাণু উৎপাদনে সাহায্য করে। এই প্রসঙ্গে আমার খুবই ঘনিষ্ঠ চন্ডীদাস বিশ্বাস একটি তথ্যের সন্ধান দিলেন। চন্ডী ভাই এর বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটা ভবঘুরে মানসিকতা আছে। হঠাৎ কেরালা গিয়ে ওর আত্মীয়র বাড়িতে থেকে এলো। চন্ডীর সঙ্গে একান্ত আলাপচারিতায় বেরিয়ে এল যে, কেরালের মানুষ কাফা খেতে খুবই ভালোবাসে। তাদের আনাজের মধ্যে কাফা অপরিহার্য। আমাদের আলুর মতো। কাফা মেটে আলুর মতো দেখতে। এক ফুট থেকে দেড় ফুট লম্বা হয়। অর্থাৎ অ্যাম জাতীয় আনাজ। এই বিষয়টির জ্ঞান নিয়ে কেরালের প্রত্যন্ত গ্রাম কোদনহি-র দিকে তাকাই। সেখানে যমজ সন্তানের আধিক্য কি কাফা খাওয়ার ফল?

... সমাপ্ত

উপন্যাস

বেঙ্গালুরু উবাচ ১

পীযূষ হালদার

তারিখটা মনে নেই। জানুয়ারি থেকে ক্লাস শুরু হবে। গ্রামের বাড়িতে প্রচণ্ড ঠান্ডা। গরম লেপের মধ্যে মায়ের গায়ে গায়ে শুয়ে থাকতাম। এখানে এসে দেখা গেল টিনের লম্বা শেড দেওয়া ঘর। এক ঘরে ১০-১২ জনের ছোট ছোট তক্তপোষ পাতা। আমার জন্য রাখা তক্তপোষ শম্ভুদার পাশেই।

এইসব ব্যবস্থা দেখে মা একটু খুঁতখুঁত করছিল। আমার থেকে দু বছরের বড় শম্ভুদা বলল, "তোমাকে চিন্তা করতে হবে না জ্যেঠিমা। আমি আছি না।"

শম্ভুদা হচ্ছে আমার এক তুতো দাদা। গ্রামে আমাদের গায়ে গায়ে বাড়ি। এখানে এসে সেই শম্ভু দার পাশে থাকতে হবে। অসুবিধা নেই। শম্ভুদা গ্রামের বাড়িতে যখন যায় তখন আমার সাথে এ পাড়া ওপাড়া টোটো করে বেড়ায়। ঘরটাতে ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়া ছাত্ররা থাকে। অনেক ছাত্রই দেখলাম বড় বড়। তারা আড় চোখে শম্ভুদার দিকে তাকাচ্ছে। বাড়িতে শম্ভুদার বাবা মানে আমার দূর সম্পর্কের কাকা বলত, " আমাদের শম্ভু ওখানে ভালই আছে। সুপারেনটেনডেন্ট বা অন্য টিচাররা শম্ভুর ওপরে অনেকটা নির্ভরশীল। কেউ কিছু বেচাল কাজ করলেই ও সুপারেনটেনডেন্টকে বলে দেয়।"

কাকার সেই কথাটা আমার এখন মনে পড়ল। ওইসব ছেলেগুলো আমাকেও স্পাই ভাবছে না তো! মনে মনে ঠিক করে নিলাম, ওদের এড়িয়ে চলব, সেই সাথে শম্ভুদার সাথেও বেশি মাখামাখি করব না। তাহলেই হবে।

শম্ভুদার মুখে চিন্তা না করার কথা শুনে মায়ের মন ভরল না। মা বলল— "ওর এখানে ঠান্ডা লাগবে। টিনের চালে ঠান্ডা লাগে। তোর অভ্যাস হয়ে গিয়েছে, ঠান্ডাটা মালুম পাস না। ও তো বাড়িতে পাকা ছাদ আঁটা ঘরে লেপের মধ্যে শুয়ে থাকে। তাছাড়া এখানে মাত্র একটা কম্বল দেওয়া আছে। ওই একটা কম্বলে ওর ঠান্ডা মানায়!"

এবার বাবা বলল , "কলকাতায় অত ঠান্ডা নেই। তোমাকে অত চিন্তা করতে হবে না।"

শম্ভুদা সেই সময়ে এক গাল হেসে বলল, "ভয় নেই ওর ঠান্ডা লাগলে আমি আর একটা কম্বল ওর জন্যে চেয়ে এনে দেবো।"

"এই, তোর কথায় আর একটা কম্বল দেবে কেন রে ওকে!"

বাবা শুম্ভুদার কীর্তিকলাপ সম্পর্কে সব জানে। মা কে বলল, "তুমি চিন্তা করো না। ওই এখানে ওকে দেখাশুনো করবে। এখানে দু'বছর আগে এসেছে। এখানকার আঁটঘাট সব জানে।"

বাবা কলকাতায় থাকতেন। প্রতি শনিবারে বাড়ি গিয়ে সোমবারের দিন সকালে আসতেন। এইরকম এক সোমবারে মা-বাবা আর আমি এসেছি।

পার্টনারশিপে একটা কারখানা চালান। শোভাবাজারে একটা গেঞ্জির হুশিয়ারি। আগে একবার মায়ের সঙ্গে সেখানে এসেছিলাম। দেখতাম উজ্জ্বল আলো জ্বলা ঘরে গেঞ্জির কাপড় তৈরি হচ্ছে। বড় মোটা গেঞ্জি তৈরির সুতোর রিল ওপরে একনাগাড়ে ঘুরে চলেছে। সেখান থেকে সূক্ষ্ম সুতো বেরিয়ে এসে গেঞ্জির কাপড় তৈরি হচ্ছে। আমরা বাড়িতে কোরা কাপড়ের ঘিয়ে রং- এর গেঞ্জি পরতাম।

বাবা যাওয়ার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। মাকে বলল, "চলো এবার তোমাকে শিয়ালদায় ট্রেনে তুলে দিয়ে আমি কারখানায় চলে যাব। প্রতি সপ্তাহে শনিবারে আমি তো আসবোই। তোমাকেও মাঝে মাঝে এইভাবে নিয়ে আসব। গরমের ছুটি পুজোর ছুটি ছাড়াও কোন সময় চার পাঁচ দিন ছুটি থাকলে আমি ওকে বাড়িতে রেখে আসবো। আর শম্ভু তো রইলোই।"

অগত্যা মা কাপড়ের আঁচলে চোখের জল মুছতে মুছতে, আমাকে একটু কাছে টেনে নিয়ে বাবার সঙ্গে হাঁটা লাগালো। আমি মা বাবার যাওয়ার পথের দিকে চেয়ে থাকলাম। বুকের ভেতরটা একদম হালকা হয়ে গেছে। চোখ ফুটে কান্না বেরিয়ে আসতে চাইছে। কাঁদতে পারছি না। ঘরের মধ্যে আর সকলে কিছু ভাববে এই ভয়ে। জেদ ধরে থাকলাম; মোটেও দমে যাওয়া যাবে না।

মা -রা চলে যাওয়ার পর শম্ভুদা বলল, " আমি সুপারটেনডেন্ট -এর কাছে শুনে আসি, আজকে তোকে ক্লাসে যেতে হবে কিনা? তুই এই ফাকে স্নান করেনে। চল, স্নান করার জায়গাটা দেখিয়ে দিয়ে আসি। "

"সকালবেলা মা আমাকে গরম জলে স্নান করিয়ে দিয়েছে। শীতকালে আর দুবার স্নান করব না।" আমার

চলবে...

বর্ণমালা'র রাখীবন্ধনে তিলোত্তমা'র প্রতিচ্ছবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঠাকুরনগর : সোমবার ঠাকুরনগর বর্ণমালা প্রাঙ্গনে রাখিবন্ধন উৎসব পালিত হল। বর্ণমালা'র সদস্য এবং ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন জায়গায় পথ চলতি লোকজনদের রাখি পরানো হয়। অন্যতম সংগীত শিল্পী ঝর্না মন্ডল,রীনা সিকদার,নিবেদিতা রায়ের সমবেত প্রতিবাদী গণসংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে রাখিবন্ধন কর্মসূচির সূচনা হয়। তাঁরা রাখি পরিয়ে আর.জি. করের ঘটনার প্রতিবাদ জানান।

এদিন সকাল থেকে বিভিন্ন পথচারীদের রাখি পরিয়ে সম্প্রীতির ও সৌভ্রাতৃত্বের বার্তা দেওয়া হয়। বিকাল তিনটা থেকে রাত্রি নয়টা পর্যন্ত দ্বিতীয় পর্যায়ের অনুষ্ঠান হয়। গোবরডাঙা'র এ.জি নৃত্যাঙ্গনের শিল্পীরা সৃজনশীল নৃত্য পরিবেশন করেন। সংগঠনের প্রশিক্ষক বৃষ্টি দে'কে বর্ণমালা'র পক্ষ থেকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। বিশেষ অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ইচ্ছাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান দীপক মন্ডল, শিমুলপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান নিভারানী ঘোষ,বিশিষ্ট সমাজকর্মী নরোত্তম বিশ্বাস, অনুপ কুমার ঢালী প্রমুখ।

বর্ণমালা সংগঠন সারাবছর সংস্কৃতি চর্চার পাশাপাশি পরিবেশের গুরুত্ব মানুষের কাছে তুলে ধরে। রাখীবন্ধনের সাথে সকলের হাতে চারা গাছ তুলে দেয়। বর্ণমালা'র নৃত্য শিল্পীরা বর্ণমালা'র প্রশিক্ষক তন্ময় প্রসাদের নেতৃত্বে "তিলোত্তমা তোমার জন্য " শীর্ষক নৃত্যানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। বর্ণমালা'র সদস্য ইন্দ্রনীল ঘোষ এদিন আরজিকর কাণ্ডে দোষীর ফাঁসির সাজা দাবি করেন। বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে তিলোত্তমাকে স্মরণ করা হয়।অতিথিদের উপস্থিততে তিলোত্তমা'র আত্মার শান্তি কামনায় এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়। বর্ণমালার পক্ষ থেকে গাইঘাটা পুলিশ প্রসাশনকে জানানো হয়, গোবরডাঙা ঠাকুরনগর রোডের বিভিন্ন দুর্নীতির কথা। ইন্দ্রনীল ঘোষ বলেন, সম্প্রীতির ও ঐক্যের রাখিবন্ধন সামাজিক বন্ধনকে দৃঢ় করে।

শিল্পাঞ্জলির রাখি বন্ধন উৎসব

নীরেশ ভৌমিকঃ গোবরডাঙার অন্যতম সাংস্কৃতিক সংগঠন খাঁটুরা শিল্পাঞ্জলি বিগত বছরগুলির মতো এবারও রাখীবন্ধন উৎসব উদ্‌যাপন করে। গত ১৮ আগষ্ট সন্ধ্যায় সংস্থার ৩৮ তম বর্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানের সূচনায় বিশিষ্টজনদের মধ্যে ছিলেন অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক ও সমাজ সেবি কালিপদ সরকার, বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব নারায়ণ চন্দ্র বিশ্বাস,

সাংবাদিক ও লেখক পাঁচুগোপাল হাজরা ও বাসুদেব মুখোপাধ্যায়, সমাজকর্মী গোবিন্দ লাল মজুমদার, ছিলেন সংস্কার ভারতীর জেলা সভাপতি শাশ্বতী নাথ প্রমুখ।

শিল্পাঞ্জলির সম্পাদক মলয় কুমার বিশ্বাস সকলকে স্বাগত জানান, সদস্যগণ বিশিষ্টজনদের হাতে রাখী পরিয়ে বরণ করে নেন। শিক্ষিকা দীপালি বিশ্বাস রাখী উৎসবের প্রেক্ষাপট ও তাৎপর্য তুলে ধরে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। সংগীত শিল্পী দিপালী দেবীর পরিচালনায় শিক্ষার্থীদের সমবেত কণ্ঠে কবিগুরুর 'বাংলার মাটি, বাংলার জল' বাংলার বায়ু, বাংলার ফল—' সংগীতের মধ্য দিয়ে আয়েজিত মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। সংস্থার কচি কাঁচা শিক্ষার্থীগণ পরিবেশিত সংগীত আবৃত্তি ও নৃত্যের অনুষ্ঠান সমবেত সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষজনের মনোরঞ্জন করে নানা অনুষ্ঠান ও বহু সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষজনের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতিতে শিল্পাঞ্জলী আয়োজিত এদিনের রাখীবন্ধন উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত সমগ্র অনুষ্ঠান সার্থকতা লাভ করে।

চাঁদপাড়া রেলবাজারে দুঃসাহসিক চুরি

নীরেশ ভৌমিক ঃ ২৬ আগষ্ট রাতে এক দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটে চাঁদপাড়া ষ্টেশন সংলগ্ন ১ নং রেলবাজারের দীপক জুয়েলার্সে। দোকান মালিক বিশ্বনাথ বসু (মামা) জানান, চোর চালের টিন ও সিলিং কেটে দোকানে ঢোকে। দোকানে থাকা সি সি ক্যামেরা ভেঙে দেয়। তবে সিন্দুকটি ভাঙতে পারেনি। শোকেসে রাখা রূপোর কিছু অলংকার ও অন্যান্য সরঞ্জাম নিয়ে গেছে।

ষ্টেশন এলেকায় এধরনের চুরির ঘটনায় বাজারের অন্যান্য দোকানিদের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। বাজার কমিটির সভাপতি বিকাশ শীল ও সম্পাদক জয়দেব বর্ধন জানান, ষ্টেশনে রাতে সিভিক ভলান্টিয়ারগণ ডিউটিতে থাকেন, তা সত্ত্বেও কিভাবে এমন চুরি হল, তা বুঝতে পারছিনা। খবর পেয়ে স্বর্ণ শিল্পী সমিতির নেতৃবৃন্দ ও গাইঘাটা থানার পুলিশ দোকানে তদন্তে আসেন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-
৯২৩২৬৩৩৮৯৯
৭০৭৬২৭১৯৫২

জন্ম দিনে লোকনাথ স্মরণ ঢাকুরিয়ায়

সংবাদদাতা ঃ শ্রী শ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারি বাবার জন্ম তিথি উপলক্ষে লোকনাথ স্মরণ ও মহা সমারোহে বাবার পুজোর আয়োজন করে চাঁদপাড়ার ঢাকুরিয়া মধ্যপাড়ার লোকনাথ মন্দির কমিটি। গত মঙ্গলবার সকালে মন্দির কমিটির সদস্য ও পাড়ার মহিলাগণ মন্দিরে পুজোর আয়োজন করেন। লোকনাথ বাবার বহু ভক্তজনও মন্দিরে আসেন ও পুজোয় অংশ গ্রহন করেন। মহা সমারোহে পুজো সম্পন্ন হয়। পুজো শেষে উদ্যোক্তারা সকলের হাতে প্রসাদ তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানান। অন্যতম উদ্যোক্তা কাজল গুহ ও জলি পাল জানান, প্রতি সোমবার মন্দিরে সাড়ম্বরে পুজোর আয়োজন করা হয়ে থাকে।

জামিন মঞ্জুর প্রাক্তন পৌরপ্রধান শংকর আঢ্যের

প্রথমপাতার পর...

খবর বনগাঁয় পৌঁছতেই উল্লাসে ফেটে পড়েন শংকর আঢ্যের অনুগামীরা। মিষ্টিমুখের সাথে বাজি ফাটানোর মধ্যদিয়ে উৎসবে মাতেন তাঁরা।

বুধবার দুপুরে নিজের বাড়িতে সাংবাদিক বৈঠক করেন শংকর। তিনি বলেন, তার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল। কতিপয় রাজনৈতিক ব্যক্তি তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছেন। তাদের বিচারের ভার তিনি ঈশ্বরের উপর ছেড়ে দিয়েছেন। আপাতত সক্রিয় রাজনীতি থেকে দূরে থাকবেন বলে জানিয়েছেন। তার কথায়, এখন কিছুদিন পারিবারিক মানুষ হিসেবে সামাজিক মানুষ হিসেবে কাজ করবেন। মানুষের পাশে দাঁড়াতে রাজনৈতিক পরিচয় লাগে না। এই প্রসঙ্গে তিনি বনগাঁর উন্নয়নে কী কী করেছেন তার ফিরিস্তি দেন। দলের কারো সঙ্গে কথা হয়নি বলে জানিয়ে তিনি বলেন, 'দলের কারোর প্রতি আমার কোন অভিমান নেই। তবে অনুগামীরা মনে করছেন, কিছুদিন বিশ্রামের পর দাদা ফের সক্রিয় রাজনীতিতে ফিরে আসবেন। তাকে ঘিরে বনগাঁর তৃণমূল রাজনীতিতে নতুন সমীকরণ তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। তৃণমূলের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস বলেন, তাঁকে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে ফাঁসানো হয়েছিল। তার জামিন পাওয়ার ঘটনা সেটাই প্রমাণ হলো।

তিলোত্তমার সুবিচারে বনগাঁর রাজপথে

প্রথমপাতার পর...

লাই ডিটেক্টর পরীক্ষাও বলে থাকেন। অর্থাৎ, অভিযুক্ত মিথ্যা বলছেন কি না, এটি তা যাচাইয়ের পরীক্ষা। সাধারণত জিজ্ঞাসাবাদের সময় বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় প্রতিক্রিয়ার উপর নির্ভর করেই এই পরীক্ষা করা হয়।

আর জি কর কান্ডের প্রতিবাদে

চাঁদপাড়ায় মিছিল শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের

নীরেশ ভৌমিক ঃ কলকাতার আর জি কর কলেজ এবং হাসপাতালের এক পড়ুয়া চিকিৎসকের (কাদম্বিনী) পাশবিক অত্যাচার ও নারকীয় হত্যার প্রতিবাদে

সারা রাজ্যের সাথে চাঁদপাড়াতেও অবস্থান ও মিছিলের ডাক দেয় বৃহত্তর চাঁদপাড়ার ছাত্র ও শিক্ষক সমাজ। গত ২৯ আগষ্ট অপরাহ্নে এলেকার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক শিক্ষিকগণ চাঁদপাড়া বাজারে বাসস্ট্যান্ড চত্বরে জমায়েত হন। ডাক্তার ছাত্রীর নির্মম নিষ্ঠুর হত্যার বিচার এবং অভিযুক্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে সমবেত শিক্ষক শিক্ষিকা ও পড়ুয়াগণের এক দীপ্ত মিছিল জাতীয় সড়ক যশোর রোড হয়ে চাঁদপাড়া বাজারের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। দাবী সম্বলিত পোষ্টার, ফ্লেক্স, ফেস্টুন হাতে ছাত্র ছাত্রীদের বজ্রকঠিন স্লোগানে আকাশ- বাতাস মুখরিত হয়ে ওঠে। মিছিলে শুধু শিক্ষক শিক্ষার্থীগণ নয়, এলেকার শিক্ষানুরাগী ও সাংস্কৃতিক কর্মী ছাড়াও বহু সাধারন মানুষজন পা মেলান। চাঁদপাড়ার পাটপট্টি মন্দির অঙ্গনে ছাত্রীরা একটি প্রতিবাদী নাটক এবং আবৃত্তি ও সংগীত পরিবেশন করেন। আর জি করের নারকীয় ঘটনার প্রতিবাদে মশাল প্রজ্জ্বোলন করে প্রতিবাদী শিক্ষার্থীগণ। শিক্ষক ও পড়ুয়াগণের এদিনের এই প্রতিবাদ মিছিল এলেকায় বেশ সাড়া ফেলে।

রাজপথে পড়ুয়ারা

সংবাদদাতা ঃ গাইঘাটার ইছাপুর হাইস্কুল ও চাঁদপাড়া ঢাকুরিয়া উচ্চবালিকা বিদ্যালয়ের পর গত ২০ আগষ্ট ফুলসরা অঞ্চলের চৌগাছা মডেল একাডেমীর পড়ুয়াগণও আর জি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে পথে নামেন। এদিন স্কুলে এসে ছাত্রছাত্রীরা ক্লাস না করে প্রতিবাদ মিছিলে সামিল হয়। বিদ্যালয়ের চার পাঁচশো শিক্ষার্থী জাতীয় সড়ক যশোর রোড ধরে নহাটা মোড় হয়ে চাঁদপাড়া বাজার অভিমুখে ৪০ মাইল অবধি মিছিলে পা মেলান। প্রতিবাদ মিছিল নিয়ন্ত্রণে স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাগণও হাজির ছিলেন। মিছিল শেষে পড়ুয়ারা স্থানীয় বকচরা বাজারে পথ অবরোধ করেন। পোষ্টার,

প্ল্যাকার্ড, ফ্লেক্স হাতে ছাত্র-ছাত্রীদের স্লোগানও চলতে থাকে। পরে গাইঘাটা থানার পুলিশ এসে পড়ুয়াদের বুঝিয়ে সুজিয়ে অবরোধ তোলার ব্যবস্থা করেন। এরপরে ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুলের সামনে এসেও We Want Justice, জাস্টিস ফর অভয়া এবং কাদম্বিনীর হত্যাকারীদের কঠোর সাজার দাবিতে স্লোগান দিতে থাকেন। পড়ুয়াদের অভিভাবক এবং পথচলতি সাধারণ মানুষজনও শিক্ষার্থীদের এই আন্দোলনকে সমর্থন জানান।

পরশ-এর প্রতিবাদ

সংবাদদাতা ঃ কলকাতার আর জি কর হাসপাতালে কর্তব্যরত পড়ুয়া চিকিৎসক কাদম্বিনীর উপর পাশবিক অত্যাচার ও নারকীয় হত্যার প্রতিবাদে শুধু রাজ্য নয়, সারা দেশে, এমনকি বিদেশেও ঘটনার নিন্দা ও প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে। সেই আন্দোলন ও প্রতিবাদে সামিল হয়েছে ঠাকুরনগরের পরশ সোশ্যাল এণ্ড কালচারাল অর্গানাইজেশানের সদস্য মূকাভিনয় শিল্পীগণ। মোমবাতি জ্বালিয়ে নির্মম ও নিষ্ঠুরভাবে নিহত পড়ুয়া চিকিৎসক তিলোত্তমাকে স্মরণ করেন ও শ্রদ্ধা জানান এবং মোমবাতি হাতে নিয়ে We Want Justice, এবং Justice

for R. G. Kar স্লোগান সহ এলেকায় মিছিল করেন। এলেকার সাংস্কৃতিক কর্মী ও শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষজন পরশ সংস্থার মূকাভিনয় শিল্পীদের এই মহতী উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান।

মছলন্দপুরে ইমন-মাইমের প্রতিবাদ মিছিল

সঞ্জিত সাহা ঃ আর জি কর কাণ্ডে দুস্কৃতীদের হাতে নির্মম ভাবে নিহত ডাক্তার ছাত্রীর হত্যাকারী সহ ঘটনার সঙ্গে যুক্ত সকল অপরাধীদের অনতিবিলম্বে

গ্রেফতার ও কঠোর সাজার দাবি জানিয়ে পথে নামেন মছলন্দপুরের অন্যতম সাংস্কৃতিক সংগঠন ইমন-মাইম সেন্টারের সদস্যরা। গত ২৫ আগষ্ট সকালে সংস্থা আয়োজিত কর্মশালায় অংশগ্রহনকারী সদস্য সহ উপস্থিত কচিকাঁচারাও তিলোত্তমা হত্যা কাণ্ডে জড়িত সকল অপরাধিদের অবিলম্বে গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে প্রতিবাদ মিছিলে অংশ গ্রহন করেন। ছোটদের সাথে মিছিলে পা মেলান সংস্থার সভাপতি দোলা হাওলাদার, সম্পাদক জয়ন্ত সাহা, ছিলেন ইমন এর প্রাণপুরুষ বিশিষ্ট মূকাভিনেতা ধীরাজ হাওলাদার সহ অনুপ, ইন্দ্রজিৎ, সৃজা, সুজিত, শ্রেয়া, নিউটন সহ আরোও অনেকে। এলেকার মানুষজন দলমত নির্বিশেষে ইমন মাইম সেন্টারের এই প্রতিবাদ মিছিলকে স্বাগত জানান।

গাইঘাটায় চ্যাম্পিয়ন ফুলসরা জি পি

নীরেশ ভৌমিক ঃ ১৬ আগষ্ট খেলা হবে দিবসে সারা রাজ্যের সাথে গাইঘাটা ব্লকেও মহা সমারোহে অনুষ্ঠিত হল এক আকর্ষণীয় ফুটবল টুর্নামেন্ট।

ঠাকুরনগরের পি. আর. ঠাকুর সরকারি কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত ফুটবল টুর্নামেন্টে ব্লকের ১৩টি গ্রাম পঞ্চায়েত, গাইঘাটা থানার পুলিশ এবং গাইঘাটা ব্লক প্রশাসন ও পঞ্চায়েত সমিতি অংশ গ্রহন করে। ১৬ দলীয় আকর্ষনীয় ফুটবল টুর্নামেন্টে ফুলসরা জিপি'র টিম চ্যাম্পিয়ন হয়। রানার্স হয় গাইঘাটা থানার পুলিশ টিম। গাইঘাটা ব্লক প্রশাসন ও পঞ্চায়েত সমিতির টিম তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান অর্জন করে। গাইঘাটা ব্লক প্রশাসন ও পঞ্চায়েত সমিতির টিম তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান অর্জন করে। গাইঘাটা ব্লকের নবাগত বিডিও নীলাদ্রি সরকারও এদিনের খেলায় অংশ গ্রহন করেন এবং টাইব্রেকে দুরন্ত শটে গোল করে উপস্থিত সকল খেলোয়াড় ও দর্শক সাধারণের প্রশংসা লাভ করেন। পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা-সংস্কৃতি ও ক্রীড়া দফ্তরের কর্মাধ্যক্ষ শিক্ষক মধুসূদন সিংহ জানান, চূড়ান্ত পর্বের খেলায় বিজয়ী ও বিজিত দলকে আকর্ষনীয় ট্রফি এবং সেই সঙ্গে নগদ ১০ হাজার ও ৫ হাজার টাকা পুরস্কার প্রদান করা হয়। এছাড়া সেরা খেলোয়াড়, সর্বোচ্চ গোলদাতা ইত্যাদি বিশেষ পুরস্কারে কৃতি খেলোয়াড়দের ভূষিত করা হয়।

টুর্নামেন্টের সেরা দলের শিরোপা লাভ করে অতিশয় খুশি ফুলসরা জিপি টিমের সকল খেলোয়াড় এবং সেই সঙ্গে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ও সদস্যগণ সহ সমস্ত অঞ্চলবাসী। খেলোয়াড় ও দর্শকগণের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি ও অংশ গ্রহনে গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতি ও ব্লক প্রশাসন আয়োজিত এদিনের ১৬ দলীয় নকআউট ফুটবল টুর্নামেন্ট এলেকায় বেশ সাড়া ফেলে।

প্রতিধ্বনির অন্তরঙ্গ নাট্য উৎসব অনুষ্ঠিত

নীরেশ ভৌমিক ঃ ঠাকুরনগর প্রতিধ্বনি সাংস্কৃতিক সংস্থার পরিচালনায় গত ২৪ আগষ্ট অনুষ্ঠিত হয় অন্তরঙ্গ নাট্য উৎসব। পশ্চিম বঙ্গ নাট্য আকাদেমীর অর্থানুকুল্যে ঠাকুরনগর ষ্টেশন সংলগ্ন বিনয় সদনে আয়োজিত নাট্যোৎসবে তিন খানি নাটক মঞ্চস্থ হয়। বিভিন্ন নাট্যদলের পরিচালক, অভিনেতা এবং উপস্থিতি এলেকার নাট্যামোদী দর্শক সাধারনকে স্বাগত জানান, সংস্থার সভাপতি জয়দেব হালদার, সম্পাদক পার্থপ্রতিম দাস। সংস্থার বরিষ্ঠ সদস্য ও বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব গৌরাঙ্গ মণ্ডল ও শিক্ষক সুশান্ত বিশ্বাস সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন এবং নাট্য নির্দেশকগণকে পুষ্প স্তবকে বরণ করে নেন। এদিনের সান্ধ্যকালীন নাট্যানুষ্ঠানের প্রথম নাটক হাওড়া আমতার পরিচয় নাট্য সংস্থা পরিবেশিত মঞ্চসফল নাটক হ্যাপি প্রিন্স। শুভেন্দু ভান্ডারীর নির্দেশনায় এবং বিশিষ্ট অভিনেত্রী ঋতুপর্ণার কণ্ঠের সংগীত, আবৃত্তি এবং অভিনয়ে নাটকটি সমবেত দর্শক মণ্ডলীর প্রশংসা লাভ করে। দ্বিতীয় নাটক প্রতিধ্বনি প্রয়োজিত নতুন নাটক বই। অলিক সাহা ও অর্ক সেন নির্দেশিত সংস্থার নবীন সদস্যগণের অভিনয়ে সমৃদ্ধ নাটকটি সমবেত দর্শক মণ্ডলীকে মুগ্ধ করে। এদিনের শেষ নাটক বেলঘরিয়া রম্বস প্রযোজিত এবং অঞ্জন বিশ্বাস নির্দেশিত নিরূপ মিত্রের সাড়া জাগানো নাটক আততায়ী। এদিনের নিম্নচাপের ভারি বর্ষণকে উপেক্ষা করেও বহু নাট্যপ্রিয় দর্শক সাধারনের উপস্থিতিতে প্রতিধ্বনির অন্তরঙ্গ নাট্য উৎসব সার্থক হয়ে ওঠে।

পরশ এর প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপন

নীরেশ ভৌমিক ঃ ঠাকুর নগরের অন্যতম সাংস্কৃতিক সংস্থা পরশ সোস্যাল এন্ড কালচারাল অর্গানাইজেশন এর প্রতিষ্ঠা দিবস ছিল ১৫ আগস্ট। জাতির এই ৭৮ তম স্বতন্ত্রতা দিবেসেই পরশ সাংস্কৃতিক সংস্থার জন্ম দিন। স্মরনীয় এই দিনটিকে আরোও স্মরনীয় করে রাখতে পরশ সংস্থার সদস্যগণ নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। সকালে সংস্থা প্রাঙ্গনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের অমর শহীদদের স্মরণে নির্মিত শহীদ বেদীতে মাল্যাদানের মধ্য দিয়ে দিনভর আয়োজিত নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। ছোট-বড় সকল সদস্যগণের উপস্থিতিতে সংস্থার জন্ম দিন উপলক্ষে কেক্ কাটা হয়। এরপর শুরু হয় সংগীত, আবৃত্তি ও নৃত্যের অনুষ্ঠান; হয় মূকাভিনয়। নানা আবৃত্তি ও সংস্থার সকল সদস্যগণের স্বর্তঃস্ফূর্ত উপস্থিতি ও অংশগ্রহনে পরশ সোস্যাল এন্ড কালচারাল অর্গানাইজেশন আয়োজিত এদিনের স্বাধীনতা এবং সেই সঙ্গে সংস্থার প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান সার্থক হয়ে ওঠে।

প্রধান শিক্ষিকার বিদায় অনুষ্ঠানে বিদ্যালয় পত্রিকা প্রকাশ

নীরেশ ভৌমিক : বিদ্যালয়ের সদ্য অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা সুনীতা দে (পাল)-এর বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠান উপলক্ষে গত ১৬ই আগষ্ট গাইঘাটা পূর্ব চক্রের কাটাখালি আর.পি. বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষার্থীগণ এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। এদিন মধ্যাহ্নে বিদ্যালয়ের নবনির্মিত মুক্তমঞ্চ 'প্রথম সোপান'-এ বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী রামপ্রসাদ চক্রবর্তীর গাওয়া মনোজ্ঞ সংগীতের মধ্য দিয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। দীর্ঘ ২৫ বছরের শিক্ষকতা জীবন শেষে প্রধান শিক্ষিকা সুনীতা দেবী সম্প্রতি অবসর গ্রহণ করেন। এদিন তাঁর বিদ্যালয়ের সহকর্মী শিক্ষক শিক্ষিকা, সুকুমারমতি ছাত্রছাত্রী, প্রাক্তন শিক্ষার্থী ও অভিভাবকগণ সকলে অশ্রুসজল নেত্রে ও নানা উপহারে সকলের প্রিয় মাতৃসমা শিক্ষিকা সুনীতা দেবীকে বিদায় সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। সেই সঙ্গে এদিন বিদ্যালয়ের কচি-কাচা পড়ুয়াদের লেখায় ও ছবিতে সমৃদ্ধ বিদ্যালয় পত্রিকা 'ভোরাই'- এর প্রথম সংখ্যার আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন বিদায়ী প্রধান শিক্ষিকা সুনীতা দে (পাল)। পত্রিকা সভাপতি বিদ্যালয়ের সহ-শিক্ষক ঝন্টু সাহা ও শিক্ষক শ্রী আবীর পালের সম্পাদনায় ঝকঝকে ছাপা ও নয়নকাড়া প্রচ্ছদে প্রকাশিত পত্রিকা 'ভোরাই' উপস্থিত সকল বিশিষ্ট জনদের উচ্ছসিত প্রশংসা লাভ করে। পত্রিকা সম্পাদক ও শিক্ষক আবীর বাবু বলেন, বিদ্যালয়ের কোমলমতি পড়ুয়াদের অন্তর্নিহিত সুপ্ত প্রতিভার বিকাশসাধনের লক্ষ্যে এই পত্রিকা খুবই কার্যকরী হয়ে উঠবে। তবে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে এধরণের একটি পত্রিকা প্রকাশ করা খুবই দুরূহ ব্যাপার। এমন নজীর খুব একটা নেই বলেই সকলে মন্তব্য করেন।

এদিনের বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠান সমবেত সকলকে মুগ্ধ করে। অনিশা সরকারের কবিতা আবৃত্তি, ছোট্ট অস্মিতা দাসের যোগ প্রদর্শনী এবং বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের নৃত্যানুষ্ঠান এদিনের অনুষ্ঠানকে সার্থক করে তোলে।

সম্পর্ক গড়ে

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স

হলমার্ক গহনা ও গ্রহরত্ন

(১) আমাদের এখানে রয়েছে হাল্কা, ভারী আধুনিক ডিজাইনের গহনার বিপুল সম্ভার। (২) আমাদের মজুরী সবার থেকে কম। আপনি আপনার স্বপ্নের সাধের গহনা ক্রয় করতে পারবেন সামান্য মজুরীর বিনিময়ে। (৩) আমাদের নিজস্ব জুয়েলারী কারখানায় সুদক্ষ কারিগর দ্বারা অত্যাধুনিক ডিজাইনের গহনা প্রস্তুত ও সরবরাহ করা হয়। (৪) পুরানো সোনার পরিবর্তে হলমার্ক যুক্ত গহনা ক্রয়ের সুব্যবস্থা আছে। (৫) আমাদের এখানে পুরাতন সোনা ক্রয়ের ব্যবস্থা আছে। আধার কার্ড ও ব্যাঙ্ক ডিটেলস নিয়ে শোরুমে এসে যোগাযোগ করুন। (৬) আমাদের শোরুমে সব ধরণের আসল গ্রহরত্ন বিক্রয় করা হয় এবং জিয়োলজিক্যাল সার্ভে অব্ ইন্ডয়া দ্বারা টেস্টিং কার্ড গ্রহরত্নের সঙ্গে সরবরাহ করা হয় এবং ব্যবহার করার পর ফেরত মূল্য পাওয়া যায়। হোলসেলেরও ব্যবস্থা আছে। (৭) সর্বধর্মের মানুষের জন্য নিউ পি সি জুয়েলার্স নিয়ে আসছে ২৫০০ টাকার মধ্যে সোনার জুয়েলারী ও ২০০ টাকার মধ্যে রূপার জুয়েলারী, যা দিয়ে আপনি আপনার আপনজনকে খুশি করতে পারবেন। (৮) প্রতিটি কেনাকাটার ওপর থাকছে নিউ পি সি অপটিক্যাল গিফ্‌ট ভাউচার। (৯) কলকাতার দরে সব ধরনের সোনার ও রূপার জুয়েলারী হোলসেল বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে। (১০) সোনার গহনা মানেই নিউ পি সি জুয়েলার্স। (১১) আমাদের এখানে বসছেন স্বনামধন্য জ্যোতিষী ওম প্রকাশ শর্মা, সপ্তাহে একদিন— বৃহস্পতিবার। (১২) নিউ পি সি জুয়েলার্স ফ্রান্সচাইজি নিতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন। আমরা এক মাসের মধ্যে আপনার শোরুম শুরু করার সব রকম কাজ করে দেবো। যাদের জুয়েলারী সম্পর্কে অভিজ্ঞতা নেই, তারাও যোগাযোগ করুন। আমরা সবরকম সাহায্য করবো। শোরুমের জায়গার বিবরণ সহ আগ্রহীরা বর্তমানে কী কাজের সঙ্গে যুক্ত এবং আইটি ফাইলের তথ্যাদি নিয়ে যোগাযোগ করুন। (১৩) জুয়েলারী সংক্রান্ত ২ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন পুরুষ সেলসম্যান চাকুরীর জন্য Biodata ও সমস্ত প্রমাণপত্র সহ যোগাযোগ করুন দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৫টার মধ্যে। (১৪) সিকিউরিটি সংক্রান্ত চাকুরীর জন্য পুরুষ ও মহিলা উভয়ে যোগাযোগ করুন। বন্দুক সহ ও খালি হাতে। সময় দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৫টার মধ্যে। (১৫) অভিজ্ঞ কারিগররা কাজের জন্য যোগাযোগ করুন। (১৬) Employee ও কারিগরদের জন্য ESI ও PF এর ব্যবস্থা আছে। (১৭) অভিজ্ঞ জ্যোতিষিরা ডিগ্রী ও সমস্ত ধরণের Documents সহ যোগাযোগ করুন। (১৮) দেওয়াল লিখন ও হোর্ডিংয়ের জন্য আমাদের শোরুমে এসে যোগাযোগ করুন। (১৯) আমাদের সমস্ত শোরুম প্রতিদিন খোলা। (২০) Website : www.newpcjewellers.com (২১) e-mail : npcjewellers@gmail.com

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স
বাটার মোড়, বনগাঁ
(বনশ্রী সিনেমা হলের সামনে)

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ
বাটার মোড়, বনগাঁ
(কুমুদিনী বিদ্যালয়ের বিপরীতে)

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বিউটি
মতিগঞ্জ, হাটখোলা,
বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগনা

এন পি.সি. অপটিক্যাল

১। বনগাঁতে নিয়ে এলো আধুনিক এবং উন্নত মানের সকল প্রকার চশমার ফ্রেম ও সমস্ত রকমের আধুনিক এবং উন্নত মানের পাওয়ার গ্লাসের বিপুল সম্ভার।
২। সমস্ত রকম কন্টাক্ট লেন্স-এর সুব্যবস্থা আছে।
৩। আধুনিক লেন্সোমিটার দ্বারা চশমার পাওয়ার চেকিং এবং প্রদানের সুব্যবস্থা আছে। এছাড়াও আমাদের চশমার ওপর লাইফটাইম ফ্রি সার্ভিসিং দেওয়া হয়।
৫। আমাদের এখানে চশমার ফ্রেম এবং সমস্ত রকমের পাওয়ার গ্লাস হোলসেল এর সুব্যবস্থা আছে।

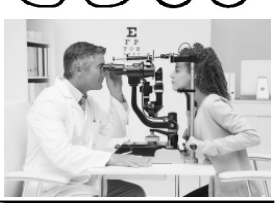

চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাক্তারবাবুদের চেম্বার করার জন্য সমস্ত রকমের ব্যবস্থা আছে।
যোগাযোগ করতে পারেন। মো: 8967028106

বাটার মোড়, (কুমুদিনী স্কুলের বিপরীতে), বনগাঁ

প্রতিধ্বনির অন্তরঙ্গ নাট্য উৎসব অনুষ্ঠিত

নীরেশ ভৌমিক ঃ ঠাকুরনগর প্রতিধ্বনি সাংস্কৃতিক সংস্থার পরিচালনায় গত ২৪ আগষ্ট অনুষ্ঠিত হয় অন্তরঙ্গ নাট্য উৎসব পশ্চিম বঙ্গ নাট্য আকাদেমীর অর্থানুকুল্যে ঠাকুরনগর ষ্টেশন সংলগ্ন বিনয় সদনে আয়োজিত নাট্যোৎসবে তিন খানি নাটক মঞ্চস্থ হয়। বিভিন্ন নাট্যদলের পরিচালক অভিনেতা এবং উপস্থিতি এলেকার নাট্যামোদী দর্শক সাধারনকে স্বাগত জানান, সংস্থার সভাপতি জয়দেব হালদার সম্পাদক পার্থপ্রতিম দাস। সংস্থার বরিস্ট্য সদস্য ও বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব গৌরাঙ্গ মণ্ডল ও শিক্ষক সুশান্ত বিশ্বাস সকলকে শুভেচ্চা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন এবং নাট্য নির্দেশকগণকে পুষ্প স্তবকে বরন করে নেন।

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at KUMAR PRESS at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - **9232633899 / 9134228513 / 9647791986 / 8972800084**
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in Sub- Editor- **Haridas Golder** Editor- **Utpal Mallick**